সংবাদ প্রতিদিন

টেস্ট করো, বেস্ট থাকো

সঞ্জীব আচার্য

আপনিও জেনে রাখুন কখন কী টেস্ট প্রয়োজন। তা হলে চিকিৎসক বললেই অযথা ভয় হবে না।

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা! তার মানেই কি গ্যাস? ডায়ারিয়া? আলসার? স্বজনদের নানা মত। সেই মতো কখনও অ্যান্টাসিড, কখনও পেনকিলার কখনও আবার গ্যাসের বড়ি। সবই খেয়ে ফেলেছেন রোগী। তারপর চিকিৎসা করাতে এলে, ডাক্তারবাবু অনুমান করলেন রোগ গভীরে। এর পরেই আসে সেই ক্ষণ, যখন রোগ ধরা পড়ে হাতেনাতে। ক্লিনিক্যাল টেস্ট রিপোর্টের গুরুত্ব এখানেই। এতরকমের অনুমানের পর শেষে দেখা গেল রোগীর জরায়ুতে বিশাল আকারে সিস্ট রয়েছে।

শুরু হল সঠিক ট্রিটমেন্ট। চিকিৎসকের ক্লিনিক্যাল আই আর আধুনিক টেস্ট যন্ত্রের এআই-এর জোড়া বিচারেই ঠিক রোগ চেনা যায়।

কিন্তু গোড়ায় গলদ। একে তো মনগড়া রোগ ভেবে রোগী অসুখ ফেলে রাখেন, অন্যদিকে চিকিৎসক টেস্ট করাতে বললেও করান না। ভয়ে বা আর্থিক কারণে এমন প্রবৃত্তি অনেকেরই রয়েছে।

চিকিৎসকের পাশাপাশি আমআদমিরও কখন কী টেস্ট দরকার সেই ব্যাপারে একটা সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। তাহলে রোগ নির্ণয় হবে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত।

সাধারণ কিছু পরীক্ষা

রক্তপরীক্ষা (Blood Test)
রক্ত পরীক্ষা সাধারণত বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে, খনিজ পদার্থের মাত্রা বুঝতে, ওষুধ ও বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতা শনাক্ত করতে করা হয়। বেশির ভাগ রক্তের পরীক্ষা রক্তকণিকার পরিবর্তে রক্তের সিরাম বা প্লাজমা উপাদানের উপর করা হয়।

■ রক্ত পরীক্ষার কিছু সাধারণ ধরন

সম্পূর্ণ রক্ত গণনা (CBC)
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রা, রক্তাল্পতা, রক্ত ক্যানসার ইত্যাদি রোগ শনাক্তকরণে CBC খুবই কার্যকর। এই পরীক্ষাগুলি রক্তের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ পরিমাপ করতে সাহায্য করে, যেমন লোহিত রক্তকণিকা (RBC) ও শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) গণনা, রক্তের প্লেটলেট, হিমোগ্লোবিন এবং হেমাটোক্রিন্ট, অস্বাভাবিক কোষের উপস্থিতি ইত্যাদি।

রক্তের এনজাইম পরীক্ষা (Blood Enzyme Test)
রোগীর শরীর থেকে নিঃসৃত এনজাইমের পরিমাণ এবং কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে এই টেস্ট করা হয়। এনজাইম হল এমন পদার্থ যা শরীরের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে ট্রোপোনিন এবং ক্রিয়েটিন কাইনেজ পরীক্ষা। এই এনজাইমগুলির বিশ্লেষণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা নির্ণয়ে সহায়ক।

প্রস্রাব পরীক্ষা (Urine Test)
এই টেস্ট সাধারণত রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য, কিডনির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে এমন রোগ (মূত্রনালির সংক্রমণ, প্রস্রাবে শর্করা, গর্ভাবস্থা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার) নির্ণয়ে করা হয়।

মল পরীক্ষা (Stool Test)
মল পরীক্ষা সাধারণত তাঁদের করা হয় যাঁরা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সংক্রমণ, তিন দিনের বেশি স্থায়ী ডায়েরিয়া, রক্তাক্ত মল, খুব জ্বর, তীব্র জলশূন্যতা ইত্যাদি রোগে ভুগছেন। দেখা হয় মলে ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি।

এক্স-রে (X-ray)
এক্স-রে পরীক্ষা বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে যেমন-হাড় ও দাঁতের ভাঙা এবং অস্বাভাবিকতা, জয়েন্টের অস্বাভাবিকতা, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক আকার এবং আকৃতি, বিভিন্ন টিস্যুর ঘনত্বের পরিবর্তন, শরীরের মধ্যে তরল সংগ্রহ।
সাধারণত এক ধরনের বিকিরণ যা মানবদেহের তরল এবং নরম টিস্যুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে হাড় দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইমেজ দ্বারা অভ্যন্তরীণ রোগ নির্ণয় করা হয়।

আল্ট্রাসাউন্ড (Ultrasound)
একটি আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের এমন অংশের ছবি তোলা হয় যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধীনের থাকে। যেমন, তলপেট, পাকস্থলী, প্রস্টেট, প্রেগন্যান্সির প্রতি পর্যায়ে, লিভার ও গলব্লাডারের অসুখ নির্ণয়ে করা হয়।

সিটিস্ক্যান (CT Scan)
সিটি স্ক্যান বা কম্পিউটারাইজড অ্যাক্সিয়াল টোমোগ্রাফি স্ক্যান হল এক ধরনের এক্স-রে কৌশল। যা মানবদেহের বহুমাত্রিক এবং ক্রস-বিভাগীয় দৃশ্য তৈরি করে। সিটি স্ক্যান মানবদেহের বিভিন্ন স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কাঠামো বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (MRI)
মানবদেহের ছবি তোলার জন্য এমআরআই একটি নিরাপদ উপায়। এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানের বিপরীতে এমআরআই চৌম্বকীয় এবং রেডিও ভালভ ব্যবহার করে। এমআরআই স্ক্যানে বুক, পেট বা পেলভিসের টিউমার, হৃদরোগ, ধমনি এবং শিরায় ফোলাভাব, স্তন ক্যানসার ইত্যাদির অস্বাভাবিকতা নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ইলেকট্রো রেডিওগ্রাম (ECG)
ইলেকট্রো রেডিওগ্রাম হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে পরিমাণ এবং রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তপ্রবাহ, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট চেম্বারের বৃদ্ধি ইত্যাদি শনাক্তকরণ এবং মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গলার কালচার (Throat Culture)
গলা থেকে সোয়াবের একটি নমুনা সংগ্রহ করে কালচার করা হয়। সংক্রমণের কারণে গলা ব্যথা হলে এটি করা হয়। একটি কালচার দেখাবে যে সংক্রমণটি ভাইরাল না কি ব্যাকটেরিয়াজনিত। সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক প্রযোজ্য হবে নিরাময়ের ক্ষেত্রে।

বায়োপসি (Biopsy)
বায়োপসি হল এমন একটি পরীক্ষা যা শরীর থেকে সংগৃহীত কোষ বা টিস্যু বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করে। বিশেষ করে জটিল অসুখ নির্ণয়ে এই টেস্ট করা হয়। ক্যানসার ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই টেস্ট করার দরকার পড়ে।

তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অতি প্রচলিত এই প্রতিটি টেস্টই চিকিৎসক নির্দেশ দিলে তবেই করা উচিত। নিজে থেকে অযথা করতে যাবেন না। বরং জেনে রাখুন। স্টেস্টের নাম শুনে অযথা ভয় পাবেন না।

সঞ্জীব আচার্য সেরাম গ্রুপের কর্ণধার